অমিতাভ ৭৫

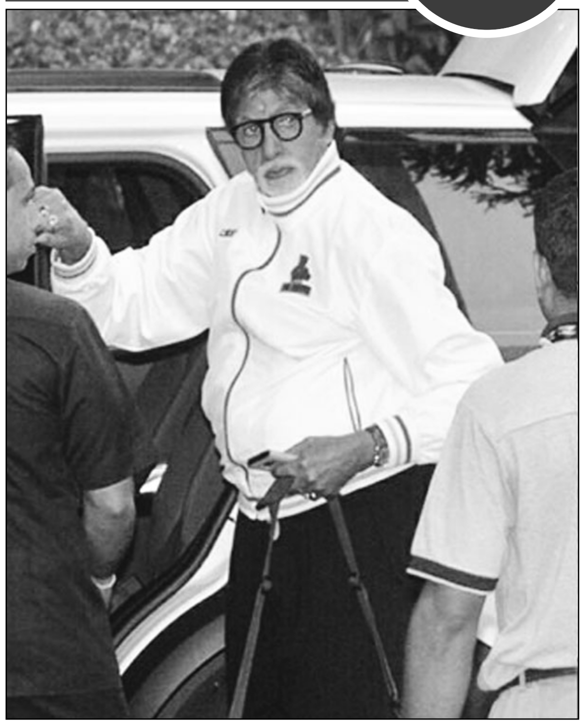

জন্মদিনের ছুটি কাটাতে মালদ্বীপ রওনা হওয়ার মুখে বিগ-বি।

মালদ্বীপ, ১১ অক্টোবর : নিজের জন্মদিনে বাইরের লোকের অজান্তে পরিবারের সকলকে নিয়ে বিগ-বি চলে এসেছেন মালদ্বীপে। এই মালদ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং নিস্তব্ধতার মধ্যে বুধবার তাঁর কাটল ৭৫তম জন্মদিন। চার বছর আগে তিনি এভাবেই জন্মদিনটি পালন করেছিলেন এই মালদ্বীপেই। শুধু জয়া বচ্চন, পুত্র অভিষেক বা পুত্রবধূ ঐশ্বর্যই নয়, সঙ্গে এসেছেন নাতনি নাভ্য নাভেলি নন্দা এবং তাদের মা শ্বেতা নন্দা। মালদ্বীপের সমুদ্র তটে সকলে মিলে খাওয়া-দাওয়া, গান, হইচই করে কাটল বচ্চন পরিবারের এই দিনটি। মঙ্গলবার সকালে বচ্চন পরিবার মুম্বই এয়ারপোর্ট থেকে সোজা চলে আসেন মালদ্বীপে। এর আগে এখানেই হয়েছিল অভিষেকের জন্মদিন। এই মালদ্বীপ জায়গাটি বচ্চন পরিবারের কাছে ছুটি কাটানোর সবচেয়ে প্রিয় জায়গা।

গত চার দশকেরও বেশি ধরে ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পে তিনি এক অনন্য ভূমিকা পালন করে চলেছেন। আজ তিনি কিংবদন্তি। ১৯৬৯ সালে 'সাত হিন্দুস্তানি' ছবিতে আত্মপ্রকাশ। তারপর ১৯৭৩ সালে 'জঞ্জির'। ওই সময় থেকেই তিনি বলিউডের স্টার হয়ে উঠলেন। একই সঙ্গে তিনি বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজ, জনহিতকর কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। বিগ-বি বর্তমানে রয়েছেন মালদ্বীপে। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তাঁর ৭৫তম জন্মদিন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। পাশাপাশি অসংখ্য অনুরাগী তাঁকে শুভেচ্ছা পাঠান তাঁর দীর্ঘ জীবন ও সুস্বাস্থ্য কামনা করে। চলচ্চিত্র অভিনেতা অনিল কাপুর ও ঋষি কাপুর তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেছেন, পর্দায় অমিতাভ বচ্চন এক অসাধারণ। এছাড়া সারা দেশ থেকে তাঁর অসংখ্য অনুরাগী বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তাঁকে শুভেচ্ছা জানান। অমিতাভ মালদ্বীপ থেকে অনুরাগীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

উন্নয়নের জোয়ার বইবে ঝাড়গ্রামে, প্রতিশ্রুতি মমতার

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ঝাড়গ্রাম ● ১১ অক্টোবর

বাংলায় আদিবাসী, দলিত, সংখ্যালঘু সহ সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষকে বুকে আগলে রাখা হয়। কেন্দ্রে একটি সরকার চলছে যারা গৈরিক পতাকা হাতে নিয়ে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে লড়িয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে আদিবাসীদের মধ্যে গৈরিকীকরণ চালাচ্ছে, বিভাজন ঘটাচ্ছে। বুধবার ঝাড়গ্রাম কলেজ মাঠে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, দেশের মধ্যে এ রাজ্যেই আদিবাসীদের পেনশন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে তাঁর সরকার। কেন্দুপাতা চাষিদের জন্য 'কেন্দু লিবা রিলিফ সোসাইটি' করা হয়েছে। এদের ও এদের পরিবারের সদস্যদের জন্য আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে। দশম শ্রেণি পর্যন্ত অলচিকি ভাষায় বই তৈরি করে পড়ানো হচ্ছে। আগামী দিনে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বই ছাপা ও পড়ানো হবে। এই সরকারের আমলেই পিএসসি, ডব্লুবিসিএস-এর মতো অলচিকি ভাষায় পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৭০ লক্ষ ছেলেমেয়ে সবুজ সাথী সাইকেল পাচ্ছে। ১ লক্ষ ৮৪ হাজার লোকশিল্পীকে মাসে ১,০০০ টাকা করে ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৯০ শতাংশ সরকারি পরিষেবা তুলে দেওয়া হয়েছে জঙ্গলমহলের আদিবাসীদের হাতে বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী।

সামনেই পঞ্চায়েত ভোট। তাই সেকথা মাথায় রেখে জঙ্গলমহলের আদিবাসী মানুষের কাছে তিনি সার্বিকভাবে তাঁর সরকারের সাফল্য তুলে ধরেন এদিন। মনে করিয়ে দিলেন এক সময় এই ঝাড়গ্রাম, বেলপাহাড়ি, বিনপুর আসতে ভয় পেত সাধারণ মানুষ। কাউকে প্রশাসন যাওয়ার অনুমতি দিত না। মাওবাদীদের হাতে খুন-জখম ছিল নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়। এখন পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। বহু সাধারণ মানুষ ও পর্যটক এখানে নির্ভয়ে আসেন। জঙ্গলমহলের ছেলেমেয়েরা আতঙ্ক কাটিয়ে স্কুল-কলেজে যায়। এখন মাওবাদীদের হাতে কাউকে মরতে হয় না। জঙ্গলমহলে এখন খেলাধুলা হয়। শুরু হয়েছে জঙ্গলমহল কাপ। জঙ্গলমহলের প্রচুর ছেলেমেয়ে পুলিশ ও অন্যান্য দফতরে কাজ পেয়েছে। আদিবাসীদের প্রতি তাঁর ভালবাসা, টানের জন্য ও উন্নয়নের ডালি সাজাচ্ছেন তিনি। তাই আদিবাসী অধ্যুষিত পৃথক জেলা গঠন করার সিদ্ধান্ত নেন তিনি বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জঙ্গলমহলের মানুষকে ভালবাসেন। তাই তিনি চান জঙ্গলমহলের আদিবাসী ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠুক। এদিন তিনি ঝাড়গ্রামে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিশ্রুতি দেন। পাশাপাশি ঝাড়গ্রামে একলব্য ময়দানের জমি ও আরও পাঁচ বিঘা জমি রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে তুলে দেন উন্নতমানের স্কুল চালু করার জন্য। কিছুদিন আগে এটি নিয়ে ওই এলাকায় বিরোধী আন্দোলনের চেষ্টা করা হয়। তাই মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ভাল কাজে কেউ বাধা দিতে গেলে সরকার ও প্রশাসন ছেড়ে কথা বলবে না। সব মিলিয়ে তাঁর সরকারের কর্মকাণ্ড তুলে ধরার মাধ্যমে আদিবাসী মানুষের মন জয় করতে চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঝাড়গ্রামে এক অনুষ্ঠানে একটি শিশুকে আদর করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাশ্মীরে গুলির লড়াইয়ে শহিদ ২ জওয়ান, খতম ২ জঙ্গি

শ্রীনগর, ১১ অক্টোবর : **ফের কাশ্মীরে সেনা-জঙ্গি সংঘর্ষ। উত্তর কাশ্মীরের বান্দিপোরা এলাকায় বুধবার ভোর পৌনে পাঁচটা নাগাদ সংঘর্ষ শুরু হয়। পারিবল এবং হাজিন এলাকায় গুলির লড়াইয়ে খতম হয়েছে দুই জঙ্গি। গুলির লড়াইয়ে বায়ুসেনার গড়ুর বাহিনীর প্রশিক্ষণরত দুই জওয়ানেরও মৃত্যু হয়েছে। সেনাবাহিনীর এক আধিকারিক জানিয়েছেন, গুলির লড়াইয়ে বায়ুসেনার ওই জওয়ানরা গুরুতর জখম হন। পরে তাদের মৃত্যু হয় হাসপাতালে। সিআরপিএফ আধিকারিক শম্ভু কুমার সংবাদ সংস্থাকে জানান, খতম দুই জঙ্গি লস্কর-ই-তৈবার। এদিন ভোরে জঙ্গি দমন অভিযানের সময় শুরু হয় গুলির লড়াই। ভারতীয় সেনাদের লক্ষ্য করে জঙ্গিরা গুলি ছুড়তে শুরু করলে পাল্টা জবাব দেয় সেনা। খতম হয় দুই জঙ্গি।**

মেক্সিকোয় জেলে দাঙ্গায় নিহত ১৩

মেক্সিকো, ১১ অক্টোবর : **উত্তর মেক্সিকোয় জেলের মধ্যে দাঙ্গায় ১৩ জন কয়েদি নিহত হয়েছেন। সরকারি সূত্রে জানানো হয়, জেলখানায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ হয়। ওই সংঘর্ষে ১৩ জন মারা যান। বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। জেল কর্তৃপক্ষ অবস্থা সামাল দিতে নিরাপত্তা বাহিনী নামাতে বাধ্য হয়। এই ঘটনার পর বন্দিদের আত্মীয়স্বজন ছুটে আসেন তাদের খবর নেওয়ার জন্য। অবস্থা এখনও থমথমে। গোটা এলাকা নিরাপত্তাবাহিনী ঘিরে ফেলেছে। ধারে-কাছে কাউকে আসতে দেওয়া হচ্ছে না।**

মমতা নেত্রী, কিন্তু আমরা চাকর নই : মুকুল রায়

উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান বেঙ্কাইয়া নাইডুর হাতে ইস্তফাপত্র তুলে দিচ্ছেন মুকুল রায়।

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর : তৃণমূল কংগ্রেস থেকে সাসপেন্ডেড দলের একদা সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মুকুল রায় বুধবার রাজ্যসভার চেয়ারম্যান উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডুর হাতে তাঁর ইস্তফাপত্র তুলে দেন। তিনি আবেদন করে জানান, তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হোক। উপরাষ্ট্রপতির বাসভবনে তাঁর হাতে ইস্তফাপত্র তুলে দেওয়ার পরেই মুকুল রায় চলে এসে সোজা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। কেন ইস্তফা দিলেন তা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, হৃদয়ে গভীর যন্ত্রণা নিয়ে ইস্তফা দিলাম। তৃণমূলের সব পদ ছাড়লাম। আগেই তৃণমূলের প্রাথমিক সদস্য পদ ছেড়েছিলাম। বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করলাম। তাঁর মূল অভিযোগ, টু-জি স্পেকট্রাম, কমনওয়েলথ কেলেঙ্কারি ইত্যাদি নিয়ে কংগ্রেসের বিরোধিতা করে তৃণমূল কংগ্রেস ওই দলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে। কিন্তু তৃণমূল এখন কংগ্রেসের পক্ষে। তাঁর মতে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তৃণমূলের জন্ম। তাহলে বারবার কংগ্রেসের সঙ্গে কেন? কেন কংগ্রেসে মিশে যাচ্ছে না তৃণমূল কংগ্রেস? পরক্ষণেই তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না করে তিনি বলেন, মমতা তৃণমূলের নেত্রী, কিন্তু আমরা চাকর নই। আমি তৃণমূলে থেকে যেতে পারতাম। কিন্তু দলের অন্যান্য শীর্ষ নেতাদের মতো মুখ বন্ধ করে থাকতে পারব না। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল এমনই একটি দল যেখানে একজনই নায়ক। তাঁর মতে, একনায়কের দল দেশের জন্য ভাল নয়।

রাজ্যসভার সদস্য পদে ইস্তফা মুকুলের

সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের উত্তরে মুকুল রায় জানান, তিনি এখনই কোনও দল গঠন করছেন না। তিনি বলেন, কোন দলে যাব এখনও ঠিক করিনি। ছ'মাসে আগে তিনি যে দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তাও তিনি এদিন জানিয়ে দেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ১৯৯৮ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে বিজেপির জোট হয়। ২০০৭ সাল পর্যন্ত তৃণমূল বিজেপির সঙ্গে ছিল। তৃণমূল কংগ্রেস এখন কংগ্রেসের পক্ষে। ১৯৯৮ সালে এনডিএ শরিক হিসেবে বিজেপির সঙ্গে জোট বেঁধে লড়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাজপেয়ী মন্ত্রিসভার মন্ত্রী হন। ২০০৩ সালে ফের মমতা মন্ত্রী হন। সেই সময় বলা হয়েছিল বিজেপি সাম্প্রদায়িক দল নয়। ২০০৭ পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির সঙ্গেই ছিল। তিনি বলেন, মমতার নির্দেশে তিনি আরএসএস-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। সারদা কাণ্ড এবং সিবিআই প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নে তিনি বলেন, 'তদন্তকারী সংস্থা ডাকলে নিশ্চয়ই যাব। তবে সিবিআই আমার কাছ থেকে যা জানার জেনে নিয়েছে। আট ঘণ্টা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে, আটটি চার্জশিট দাখিল করেছে। সিবিআই ডাকলে তদন্তের স্বার্থে সাহায্য করব।' তাঁর ধারণা, সিবিআই যা চেয়েছিল তা পেয়েছে। সিবিআই তদন্ত করেছিল সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে। তবে একবারই তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করেন। বলেন, সারদা-নারদা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু জানতেন না।

সাংবাদিক সম্মেলন শুরু করার মুখে মুকুল রায় বলেন, ২৫ সেপ্টেম্বর আমি সাংবাদিকদের জানিয়েছিলাম যে, দুর্গাপুজোর পর ইস্তফা দেব। আমি উপরাষ্ট্রপতির কাছে গিয়েছিলাম বেলা ৩.৩০ মিনিটে। রাজ্যসভার সাংসদ পদে ইস্তফাপত্র তাঁর হাতে দিয়ে এসেছি। আমি বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করলাম। দলের সব পদ ছাড়লাম। ১৯৯৭ সালের ১৭ ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশনের কাছে দলের রেজিস্ট্রেশনের জন্য তৃণমূলের হয়ে আমি আবেদন করেছিলাম। সেই সময় কংগ্রেস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বহিষ্কার করেছে। রেজিস্ট্রেশনের চিঠি আমার নামেই এসেছে।

সাংবাদিক বৈঠকে তিনি মোদী সরকারের হয়ে সওয়াল করে বলেন, দেশের মানুষ নরেন্দ্র মোদীকে ভোট দিয়ে ভুল করেননি।

এক নজরে মুকুল

- **২০০৩ সালে মমতার নির্দেশেই আরএসএস-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম।**
- **আমার সঙ্গে অরুণ জেটলি, কৈলাস বিজয়বর্গীয়র সম্পর্ক ভাল।**
- **অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গেও সম্পর্ক ভাল রয়েছে।**
- **তৃণমূল এমন একটি দল যেখানে একজনই নায়ক।**
- **ওয়ান ম্যান পার্টি দেশের জন্য ভাল নয়।**
- **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার অবস্থান বদল করেছেন।**
- **আমি কোন দলে যাব এখনও ঠিক করিনি।**

নাবালিকা স্ত্রীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক 'ধর্ষণ', ঐতিহাসিক রায় সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর : ১৮ বছরের কম বয়সের নাবালিকা স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করলে তা ধর্ষণ বলে গণ্য হবে। বুধবার এই ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের এই রায় অনুযায়ী এখন থেকে ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত নাবালিকা স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করলে তা হবে আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। সুপ্রিম কোর্ট এ ক্ষেত্রে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৫ ধারায় উল্লিখিত যে ব্যতিক্রমটি ছিল, তা খারিজ করে দিয়েছে। ৩৭৫ ধারা অনুযায়ী, ১৫ বছরের বেশি বয়সের স্ত্রীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করলে তা ধর্ষণের আওতার বাইরে থাকত। যদিও বুধবারের রায়ে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, ধর্ষণের আইনে যে ব্যতিক্রম রয়েছে, তা বৈষম্যমূলক ও একতরফা। ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সের বিবাহিতা নারীদের এর বাইরে রাখাটা অসাংবিধানিক বলেও মন্তব্য করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

বিচারপতি মদন বি লকুর ও দীপক গুপ্তার ডিভিশন বেঞ্চ এই ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে। বিচারপতি লকুর এবং বিচারপতি গুপ্তার ডিভিশন বেঞ্চ এদিন দেশে বাল্যবিবাহের প্রবণতা যেভাবে বিপজ্জনক হারে বেড়ে চলেছে, তা নিয়েও তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তারা বলেন, যে উদ্দেশ্য নিয়ে সামাজিক ন্যায় আইনগুলি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, আজ তার দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটাই বদলে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সি কোনও বিবাহিতা নারীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করলে তা যেমন ধর্ষণের আওতাভুক্ত হবে, একইভাবে ওই নাবালিকা স্ত্রী এক বছরের মধ্যে অভিযোগ দায়ের করার সুযোগ পাবেন। তাঁর অভিযোগকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে এবং প্রয়োজন হলে ধর্ষণের মামলা রুজু করতে হবে। উল্লেখ্য, প্রতি বছর ভারতে হাজারেরও বেশি বাল্য বিবাহের ঘটনা নথিভুক্ত হয়।

সেক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের এই রায়কে স্বাগত জানাচ্ছেন বিভিন্ন স্বেচ্ছসেবী সংগঠন থেকে শুরু করে নারী নির্যাতন ও নারীর উপর অত্যাচার নিয়ে যে সমস্ত সংগঠনগুলি কাজ করে তারা। তাদের মতে, সুপ্রিম কোর্টের এই ঐতিহাসিক রায়ের ফলে একদিকে যেমন মায়ের শারীরিক গঠন সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই শিশুর জন্মের ফলে অস্বাভাবিক হারে যে শিশু মৃত্যুর হার সুপ্রিম কোর্টের এই রায় রোধ করতে সক্ষম হবে বলে আশাপ্রকাশ করেন তারা।